বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিচিতি

বাংলাদশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ১৯৫৬ সালে ২রা জানুয়ারি। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠানটি সাফল্যের গৌরবময় ৬৪ বছর অতিক্রম করেছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে গঠিত প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে জাতীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে একটি রেজুল্যুশনের মাধ্যমে গঠিত হয় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম, অনুদান কর্মসূচি,স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা, গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাসনামলে ১৯৭২ সালে পুনরায় রেজুল্যুশন পরিবর্তনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। যুদ্ধোত্তর নবীন দেশ হিসাবে উদ্ভত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এই রেজুল্যুশন পরিবর্তিত হয়েছে। ২৯ এপ্রিল ২০১৯ সালে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন,২০১৯ পাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি আইনি ভিত্তি পেয়েছে।

পরিষদের পরিচালনা বোর্ডের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮৪ জন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পরিষদের সিনিয়র সহসভাপতি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নেতৃত্বে পরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে। পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন পরিষদের নির্বাহী সচিব। পরিষদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলায় ‘জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি’ এবং উপজেলায় ‘উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি’ রয়েছে। তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও সদস্য সচিব জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক। পার্বত্য জেলাসমূহে জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক। উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সদস্য সচিব সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা। মাঠ পর্যায়ে পরিষদের নিজস্ব কোন কার্যালয় ও জনবল না থাকায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন জেলা ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিটির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।